মে

১লা মে

আদর্শ কর্মী সাধু যোসেফ

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৩৩-৩৪

বিশ্বজগতে মানব কর্মকান্ড

তার কাজ ও মনোবৃত্তি দ্বারা মানুষ সবসময়ই তার জীবনের বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়াসী হয়েছে; তবু আজকালে, বিশেষভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে, সে প্রায়ই সমস্ত প্রকৃতি ব্যাপীই নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেছে ও নিয়তই করে চলছে; এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘন ঘন আদান-প্রদানের ফলে যে মহত্তর উপায় বিদ্যমান, প্রধানত তার জোরেই মানবজাতি আস্তে আস্তে গোটা বিশ্বে একটামাত্র সমাজ রূপেই নিজেকে বোঝে ও সেইরূপে গঠনও করে। তাতে এমনটি হয় যে, অনেক কিছু যা মানুষ একসময় ঊর্ধ্বশক্তির কাছ থেকেই প্রত্যাশা করত, আজ তা নিজের সাধনায়ই উৎপাদন করছে।

তেমন বিরাট প্রচেষ্টার সামনে, যা আপাতত প্রায়ই গোটা মানবজাতিকে জড়িত করছে, মানুষের অন্তরে বহু প্রশ্নের উদয় হয়। সেই কর্মকান্ডের অর্থ ও মূল্য কী? তেমন কর্মকান্ডের সমস্ত ফল কেমন ব্যবহার করা উচিত? ব্যক্তি-বিশেষের ও গোটা সমাজের প্রচেষ্টা কোন্ লক্ষ্য লাভের দিকে অনুধাবিত?

মণ্ডলী সেই ঐশবাণীরই ধনভাণ্ডারের রক্ষক হওয়ায় যা থেকে ধর্মীয় ও নৈতিক নিয়ম-নীতি নির্গত, যদিও সবসময় প্রতিটি প্রশ্নের প্রস্তুত উত্তর না থাকে, তবু সকলের দক্ষতার সঙ্গে ঐশপ্রকাশের আলো জড়িত করতে ইচ্ছা করে, যাতে মানবজাতি যে পথে সম্প্রতি পদার্পণ করেছে তা আলোকিত হতে পারে।

বিশ্বাসীদের কাছে একথা নিশ্চিত যে, সেই ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কর্ম-সাধনা বা বিরাট কর্মপ্রচেষ্টা যা দ্বারা মানুষ যুগযুগ ধরে তার জীবনের অবস্থা উত্তরোত্তর শ্রেয়তর অবস্থায় পরিণত করতে সচেষ্ট থাকল, তা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুযায়ী।

কেননা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ায় মানুষ এ আদেশ পেয়েছে, সে যেন পৃথিবীকে ও তার মধ্যে যা কিছু আছে নিজের অধীনে বশীভূত ক'রে জগৎকে ন্যায় ও পবিত্রতায় শাসন করে, ও ঈশ্বরকেই নিখিলের স্রষ্টা বলে স্বীকার ক'রে সে যেন তাঁকেই নিজের ও গোটা বিশ্বের লক্ষ্য বলে মেনে চলে, যাতে সবকিছু মানুষের অধীন হলে সারা পৃথিবী জুড়ে ঈশ্বরেরই নাম মহিমার পাত্র হয়।

আর একথা দৈনন্দিন কাজের বেলায়ও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। কেননা নর-নারী যখন নিজেদের ও পরিবারের জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে কাজ ক'রে নিজ নিজ কর্মকান্ড এমনভাবেই অনুশীলন করে যাতে সমাজের উপযুক্ত সেবা করতে পারে, তখন সঙ্গতভাবেই ধারণা করতে পারে যে, নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা তারা স্রষ্টার কাজ নতুন নতুন পর্যায়ে বিস্তৃত করছে, ভাইবোনদের কল্যাণে অবদান রাখছে, ও নিজেদের ব্যক্তিগত সাধনা দ্বারা ইতিহাসে ঐশপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা দান করছে।

অতএব, খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা এমন বিবেচনা পোষণ করে না যে, মানুষ নিজ মনোবৃত্তি ও শক্তির ফলে যা যা উৎপাদন করেছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম প্রতিরোধ করে, এও সমর্থন করে না যে, বুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টজীব কেমন যেন স্রষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই অস্তিত্ব পেয়েছে, তারা এতেই বরং নিশ্চিত আছে যে, মানবজাতির সাফল্য হল ঈশ্বরের মহত্ত্বের চিহ্ন ও তাঁর অনির্বচনীয় সঙ্কল্পেরই ফল।

মানুষের ক্ষমতা যতখানি বৃদ্ধি পায়, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব ততখানি বিস্তার লাভ করে। ফলে একথা স্পষ্টই দাঁড়ায় যে, খ্রীষ্টীয় সংবাদ জগৎ-নির্মাণকাজ থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয় না, অপরের মঙ্গল অবহেলা করা এমন প্রেরণাও দেয় না, বরং এই উদ্দেশ্যে অধিক নিয়োজিত হতেই তাকে বাধ্য করে।

শ্লোক আদি ২:১৫

℣ প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন,
℟ যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে (আল্লেলুইয়া)।
℣ ঈশ্বর এ উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করলেন,
℟ যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে (আল্লেলুইয়া)।

২রা মে

সাধু আথানাসিউস, ধর্মপাল ও আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'বাণীর দেহধারণ' **৮-৯**

ঐশবাণীর দেহধারণ

ঈশ্বরের সেই অশরীরী, অক্ষয়, অজড় বাণী আমাদের এ জগতে এলেন—তিনি যে আগে দূরে ছিলেন তেমন নয়, কেননা সৃষ্টির কোন স্থানেই তিনি কখনও অনুপস্থিত হননি, এমনকি পিতার সঙ্গে এক হওয়ায় তাঁর বিদ্যমানতায় সবকিছু পরিপূর্ণ। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর প্রসন্নতার খাতিরে তিনি আমাদের কাছে আসতে ও নিজেকে প্রকাশ করতে সম্মত হলেন। তিনি দেখলেন, মানবজাতি ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল, ক্ষয়শীলতার মাধ্যমে মৃত্যু তাদের উপর রাজত্ব করছিল; এও দেখলেন, অপরাধের সেই দন্ড আমাদের ক্ষয়শীলতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছিল; দেখলেন যে, পালিত হবার আগে ঐশবিধান বাতিল করা যুক্তিহীন হবে। এও দেখলেন, কতই না অনুচিত যে, সেই সবকিছু তিনি নিজেই যার স্রষ্টা, তা বিলুপ্ত হবে; দেখলেন, মানুষের শঠতা অধিক ঘৃণ্য হয়ে যাচ্ছিল, মানুষ আস্তে আস্তে নিজেরই বিরুদ্ধে সেই শঠতা এমন পর্যায়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল যে তা অসহ্য হয়ে যাচ্ছিল; অবশেষে তিনি দেখলেন, মৃত্যুর প্রতি সকল মানুষের বাধ্যবাধকতা। সেজন্য তিনি আমাদের এ মানবজাতির প্রতি দয়া করলেন, আমাদের দুর্বলতার প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে, আমাদের ক্ষয়শীলতার জন্য আঘাতগ্রস্ত হয়ে তিনি আমাদের উপর মৃত্যুর সেই কর্তৃত্ব আর সহ্য করলেন না। পাছে সৃষ্টি বিলুপ্ত হয় ও মানুষের মাঝে পিতার কাজ বৃথা হয়ে যায়, সেজন্য তিনি একটি দেহ ধারণ করলেন, এমন দেহ যা আমাদের দেহের চেয়ে ভিন্ন নয়, কেননা তিনি যে এমনি একটি দেহে থাকবেন বা কেবল আত্মপ্রকাশ করবেন তা তিনি চাচ্ছিলেন না—কেবল আত্মপ্রকাশ করতে চাইলে তবে তিনি অধিক উন্নত ধরনের উপায় অবলম্বন করেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারতেন। তিনি বরং আমাদেরই দেহ ধারণ করলেন, আর শুধু তা নয়; তিনি অক্ষুণ্ণ, নিষ্কলঙ্ক ও পুরুষ-অজানা একটি কুমারী থেকে এমন দেহ ধারণ করলেন যা নির্মল ও মানবীয় সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে অমিশ্রিত।

শক্তিমান ও বিশ্বস্রষ্টা হওয়ায় তিনি কুমারীতে নিজের জন্য মন্দিররূপে একটি দেহ নির্মাণ করলেন, আর তা এমন একটা মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহার করলেন যেখানে তিনি বসবাস করবেন ও নিজেকে জ্ঞাত করবেন। সেজন্য আমাদেরই দেহের সদৃশ একটা দেহ ধারণ ক'রে, যেহেতু সকলে মৃত্যুর ক্ষয়শীলতার অধীন ছিল, সকলেরই খাতিরে তিনি সেই দেহটিকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে পিতার কাছে তা নিবেদন করলেন। আর তা তিনি ভালবাসার জন্যই করলেন যাতে সকলেই যেমন তাঁর মধ্যে মৃত্যুভোগ করে, তেমনি মানুষের মধ্যে ক্ষয়শীলতা-সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা যেতে পারে—সেই বিধানের প্রভাব প্রভুর দেহে নিঃশেষিত হবে, আর যারা তাঁর সদৃশ, বিধান তাদের আর কখনও প্রভাবান্বিত করতে পারবে না। আর যাতে ক্ষয়শীলতায় পতিত মানুষকে তিনি আবার অক্ষয়শীলতায় ফিরিয়ে এনে মৃত্যুর বদলে জীবন দান করতে পারেন, সেজন্য তিনি সেই দেহ ধারণ করেছিলেন, এবং পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে মৃত্যু থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন যেইভাবে খড় আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়।

ঐশবাণী জানতেন, মানুষের ক্ষয়শীলতা বিলুপ্ত করার জন্য সকলের মৃত্যু ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; কিন্তু, যেহেতু অমর ও পিতার পুত্র বলে তিনি মৃত্যুভোগ করতে পারতেন না, সেজন্য এমন দেহ ধারণ করলেন যার

মৃত্যু হতে পারত, যাতে করে সবকিছুর ঊর্ধ্বকার বাণীর অংশীদার হওয়ায় সেই দেহ সার্বজনীন মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট হতে পারত; আর যেহেতু সেই দেহে স্বয়ং বাণী বিরাজমান, সেজন্য সেই দেহ অক্ষয়শীল হয়ে থাকতে পারবে, ফলে পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে সকল মানুষ ক্ষয়শীলতা থেকে মুক্তি পেতে পারবে।

অতএব অর্ঘ্য ও সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত বলি রূপে তাঁর সেই ধারণ-করা-দেহকে মৃত্যুর হাতে নিবেদন ক'রে তিনি মানবদেহের মত দেহকে অর্পণ করায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মধ্য থেকে মৃত্যুকে ধ্বংস করলেন। যেহেতু ঈশ্বরের বাণী সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেজন্য তাঁর আপন মন্দির ও দেহগত মাধ্যমকে সকলের পক্ষে বদলীরূপে নিবেদন করায় তিনি আপন মৃত্যুতে ঋণ শোধ করলেন; এবং যেহেতু ঈশ্বরের অক্ষয়শীল পুত্র মানবদেহের মত দেহের মাধ্যমে সকল মানুষের সঙ্গে মিলিত ছিলেন, সেজন্য পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি গুণে তিনি সকলকে অক্ষয়শীলতা-বসনে পরিবৃত করলেন।

অতএব, একই দেহের মধ্য দিয়ে যিনি মানুষদের মাঝে বাস করেন, সেই বাণী গুণে মৃত্যুর ক্ষয়শীলতা তাদের বিরুদ্ধে আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

শ্লোক যেরে ১৫:১৯,২০; ২ পি ২:১

℣ তুমি নিজেই হবে আমার মুখের মত, আর এই জনগণের বেলায় আমি তোমাকে করব যেন ব্রঞ্জের দৃঢ়তম প্রাচীরের মত; তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
℟ কিন্তু তোমার উপরে জয়ী হতে পারবে না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি (আল্লেলুইয়া)।
℣ তোমাদের মধ্যে নকল শিক্ষাগুরু থাকবে, যারা তোমাদের মধ্যে গোপনে গোপনে সর্বনাশী ভ্রান্তমত অনুপ্রবেশ করাবে, এবং তাদের মুক্তির জন্য যিনি মূল্য দিয়েছেন, সেই
অধিপতিকে অস্বীকার করবে,
℟ কিন্তু তোমার উপরে জয়ী হতে পারবে না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি (আল্লেলুইয়া)।

৩রা মে

সাধু ফিলিপ ও যাকোব, প্রেরিতদূত

পর্ব

দ্বিতীয় পাঠ - তের্তুল্লিয়ানুস-লিখিত 'ভ্রান্তমতপন্থীদের দোষারোপ' ২০:১-৯; ২১:৩; ২২:৮-১০

প্রৈরিতিক বাণীপ্রচার

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যতদিন পৃথিবীতে জীবনযাপন করলেন, ততদিন তিনি যে কে, পূর্বে তিনি কে ছিলেন, পিতার ইচ্ছা কী, মানুষের কী করণীয়—এ সমস্ত বিষয় জনগণের সামনে প্রকাশ্যে ও শিষ্যদের কাছে আলাদা ভাবেই প্রচার করে গেছিলেন। তারপর শিষ্যদের মধ্য থেকে এমন বারোজনকে আপন ভারের সহভাগী করে বেছে নিলেন যাঁদের সর্বজাতির শিক্ষাগুরু পদে নিযুক্ত হবার কথা।

এজন্য, সেই বারোজনের একজনের কথা বাদে, তিনি পুনরুত্থানের পরে পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার সময়ে বাকি এগারোজনকে এ আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা গিয়ে যেন সকল জাতিকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নাত করে শিক্ষাদান করেন।

সেই প্রেরিতদূতেরা যুদার জায়গায় আপন দলের দ্বাদশতম সভ্য হিসাবে গুলিবাঁট করে মাথিয়াসকে নিয়োগ করলেন, আর তাঁরা দাউদের সামসঙ্গীতের ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকার-সূত্রেই তাই করলেন। প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁরা সেই পবিত্র আত্মাকে পেলেন, ফলে অলৌকিক কাজ করতে ও বাণীপ্রচার করতে সক্ষম হয়ে উঠে আগে যুদেয়াতে তারপরে সমগ্র জগতে যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাসের বিষয়ে সাক্ষ্যবাণী প্রচার করতে লাগলেন; সর্বস্থানে স্থানীয় মণ্ডলীগুলিকেও স্থাপন করলেন। তাঁরা সর্বস্থানে একই বিশ্বাসের একই শিক্ষা জাতিগুলির কাছে প্রচার করলেন।

তাতে তাঁরা প্রতিটি শহরে কতগুলো মণ্ডলী স্থাপন করলেন। এ স্থানীয় মণ্ডলীগুলির কাছ থেকেই অন্যান্য যত মণ্ডলী ও আজও মণ্ডলী হওয়ার পথে যত জাতি বিশ্বাসের মূলরস ও ধর্মতত্ত্বের সাক্রামেন্তগুলো গ্রহণ করল। এ

সকল মণ্ডলী প্রেরিতদূতদের মণ্ডলীগুলির কন্যা-মণ্ডলী হওয়ায় প্রৈরিতিক বলে পরিগণিত ছিল।

প্রতিটি বস্তুকে নিজ মূল-উৎসে ফিরে যেতে হবে; এজন্য এত সংখ্যক ও এত বিপুল মণ্ডলীর মধ্যে অনন্য মণ্ডলী হল সেই মণ্ডলী যা সর্বপ্রথমে প্রেরিতদূতদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল, ও যা থেকে অন্যগুলো নির্গত হল। তাতে সকল মণ্ডলীই হল প্রথম মণ্ডলী, ও সবগুলোই হল প্রৈরিতিক, কেননা সবগুলো এক। তেমন একতা শান্তির সহভাগিতায়, ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতিতে ও তাদের পারস্পরিক সহযোগিতায়ই প্রমাণিত। আরও, একই সাক্রামেন্তের একই পরম্পরাই হল এই সমস্ত বিশেষ অধিকারের মূলসূত্র।

অধিকন্তু, প্রেরিতদূতেরা যে কী প্রচার করলেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টই যে কী তাদের প্রকাশ করেছিলেন, তা কেবল সেই মণ্ডলীগুলোর মাধ্যমেই প্রমাণিত হতে পারে যেগুলোকে প্রেরিতদূতেরা নিজেদের কণ্ঠে অথবা পরবর্তীকালে পত্রের মাধ্যমে বাণীপ্রচার করে স্থাপন করেছিলেন।

একদিন প্রভু প্রকাশ্যে বলেছিলেন: *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না।* তথাপি তিনি একথা বলে চলেছিলেন: কিন্তু *তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন।* এতে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁদের জানার ব্যাপারে বাকি কিছু থাকবে না, কেননা সত্যময় আত্মার মাধ্যমে পূর্ণ সত্য পাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর আসলে তেমন প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হল—একথা শিষ্যচরিতে পবিত্র আত্মার অবতরণের বর্ণনায় প্রমাণিত।

শ্লোক যোহন ১২:২১-২২; রো ৯:২৬ দ্রঃ

প্র কয়েকজন গ্রীক ফিলিপের কাছে এসে তাঁর কাছে এই অনুরোধ রাখল: মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে ইচ্ছা করি।

উ ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বললেন এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যীশুর কাছে এসে কথাটা জানালেন (আল্লেলুইয়া)।

প্র যাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।

উ ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বললেন এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যীশুর কাছে এসে কথাটা জানালেন (আল্লেলুইয়া)।

১১ই মে

সাধু অদো, মাইওলুস, অদিলো, হুগো ও পূজনীয় পিতর ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ

পর্ব

দ্বিতীয় পাঠ - ক্লুনির মঠের ইতিহাস

ক্লুনি: সন্ন্যাসজীবনের সবচেয়ে বিখ্যাত কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম

ক্লুনির মঠ ৯০৯ সালে স্থাপিত হয়। দুই শতাব্দী ধরে যে যে পুণ্য আব্বা পরম্পরাক্রমে ভার বহন করলেন, তাঁদের দ্বরা মঠটি সন্ন্যাসজীবনের সবচেয়ে বিখ্যাত কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠল। অদো আগে তুর-মণ্ডলীর সভাসদ ছিলেন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৯২৭ সালে ক্লুনির আব্বা পদে নির্বাচিত হয়ে তিনি সন্ন্যাসীদের কাছে নিয়ম-পালনে গুপ্ত ধন দেখিয়ে দেন; তাঁর উদ্যমের ফলে ফ্রান্স ও ইতালিতে বহু মঠ নবপ্রাণ অর্জন করে। তিনি ১৮ই নভেম্বর ৯৪২ সালে সাধু মার্টিন পর্বের অষ্টম দিনে তুরে মৃত্যুবরণ করেন।

মাইওলুস প্রভেন্স অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি প্রথমে মাকোন মণ্ডলীর সভাসদ হয়ে পরবর্তীতে তার আর্চডিকোন হন। ৯৪৮ সালে ক্লুনিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ও সঙ্গে সঙ্গে আব্বা পদে নির্বাচিত হন। তিনি সেকালের রাজপুরুষদের কাছে এমন সম্মানের পাত্র ছিলেন যে, সম্রাট দ্বিতীয় অত্তো তাঁকে পুণ্য পিতা পদে নির্বাচন করাতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মাইওলুস এ পরিকল্পনা নির্দ্বিধায় রোধ করেন। তিনি বহু মঠ স্থাপন করেন, আবার পুনঃসংস্কারের উদ্দেশ্যে বহু মঠ গ্রহণ করেন। তিনি ১১ই মে ৯৯৪ সালে আলভের্নিয়া অঞ্চলে

সুভিনিতে মারা যান।

অদিলো আলভের্নিয়া অঞ্চলে ৯৬২ সালে জন্ম নেন; আগে ব্রিউদ মণ্ডলীর সভাসদ হন, তারপরে ক্লুনির সন্ন্যাসী হন। ৯৯২ সালে মাইওলুস দ্বারা তাঁর নিজের সহকারী পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি মাইওলুসের পরে আব্বা পদে উন্নীত হন। তিনি ক্লুনির নিয়ম-পালন বিশেষভাবে স্পেনেই বিস্তৃত করেন। তিনিই প্রথম মণ্ডলীর উপাসনায় 'পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণদিবস' প্রবর্তন করেন। তিনি ১লা জানুয়ারী ১০৪৯ সালে সুভিনিতে মারা যান।

হুগো ১০২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ছিলেন সেমুর উচ্চবংশীয় দালমাতিউসের সন্তান। পিতামাতার ইচ্ছা বিরোধেই তিনি ১০৩৯ সালে ক্লুনির মঠে আশ্রয় নেন; পরবর্তীতে মঠের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন, এবং অদিলোর মৃত্যুতে আব্বা পদে নির্বাচিত হন। মঠের বিখ্যাত মহাগির্জা তাঁরই উদ্যমের ফল; তাছাড়া তিনি সন্ন্যাসাচরণ-বিধিপত্র সঙ্কলন করান ও বহু নতুন মঠ স্থাপন করেন। ষাট বছর শাসন ভূমিকা পালনের পর তিনি ২৯শে এপ্রিল ১১০৯ সালে মারা যান।

মাননীয় বলে অভিহিত পিতর আলভের্নিয়া অঞ্চলে ১০৯২ সালে জন্ম নেন; তিনি সোসিলাঁ মঠে শিক্ষাগ্রহণ করেন; পরবর্তীতে সেই মঠের অধ্যক্ষ পদে ও দোমেন মঠের শিক্ষাগৃহের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন; শেষে ১১২২ সালে ক্লুনির আব্বা পদে নির্বাচিত হন। তিনি সমস্ত মঠগুলোতে নিয়ম-পালন ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রয়াসী হন। কলাবিদ্যায় তিনি নিজেই সুনাম গ্রহণ করে সন্ন্যাসীদের মধ্যে উদ্যম সঞ্চার করেন তাঁরা যেন কলা ও শাস্ত্র বিদ্যায় নিয়োজিত হন; তবু কর্মজীবন ও ধ্যানজীবনের মধ্যে সর্বদাই নিখুঁত সম্যতা বজায় রাখেন। তিনি ১১৫৬ সালে প্রভুর জন্মোৎসবের দিনেই মারা যান।

শ্লোক তোবিত ৪:১২; রো ৫:২ দ্রঃ

℟ আমরা পুণ্যজনদের সন্তান,
℣ আর সেই জীবনের প্রতীক্ষায় জীবনযাপন করি যা ঈশ্বর তাদেরই দেবেন যারা ভালবাসায় নিষ্ঠাবান থাকে (আল্লেলুইয়া)।
℟ আমরা ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি,
℣ আর সেই জীবনের প্রতীক্ষায় জীবনযাপন করি যা ঈশ্বর তাদেরই দেবেন যারা ভালবাসায় নিষ্ঠাবান থাকে (আল্লেলুইয়া)।

১২ই মে

সাধু নেরেউস ও আখিলেউস, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ৬১, ৪**

খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রীষ্টে সীমাবদ্ধ নয়

যীশুখ্রীষ্ট এক-মানুষ, যার মাথা ও দেহ আছে। দেহের ত্রাণকর্তা ও দেহের অঙ্গগুলি একাঙ্গে দুই, এক-কণ্ঠে দুই ও এক-যন্ত্রণাভোগেও দুই; আর যখন শঠতা দূর হয়ে যাবে, তখন এক-শান্তিতেও দুই। অতএব, খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রীষ্টেই সীমাবদ্ধ নয়, আবার, খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা খ্রীষ্টে ছাড়া অন্য কোথাও নেই।

কেননা তুমি যদি খ্রীষ্টকে মাথা ও দেহ রূপে ধর, তবে খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা খ্রীষ্টে ছাড়া অন্য কোথাও নেই; কিন্তু যদি খ্রীষ্টকে কেবল মাথা রূপেই ধর, তবে খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল সেই খ্রীষ্টে সীমাবদ্ধ নয়। কেননা যদি খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রীষ্টেই সীমাবদ্ধ থাকত, এমনকি কেবল মাথায়ই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে পল একটা অঙ্গ সম্পর্কে কেমন করে একথা বলতে পারতেন যে, *যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি?*

তাই তুমি খ্রীষ্টের অঙ্গগুলির মধ্যে থাক, তাহলে তুমি যেই মানুষ হও না কেন যে একথা শুনছ, বা তুমি যেই হও না কেন যে একথা শুনছ না (কিন্তু তুমি খ্রীষ্টের অঙ্গ হলে তবে তা শুনতে বাধ্য), যারা খ্রীষ্টের অঙ্গ নয় তাদের হাতে তুমি যাই ভোগ কর না কেন, তা খ্রীষ্টেরই দুঃখযন্ত্রণার বাকি অংশ। অংশটি যোগ দেওয়া হচ্ছে এই

কারণেই যে, তা বাকি ছিল। তুমি মাত্রা পূরণই করছ, তা উছলে পড়াচ্ছ না। তোমার দুঃখযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তুমি ততখানিই ভোগ করছ যতখানি তোমার পক্ষে খ্রীষ্টের সার্বিক যন্ত্রণাভোগে আরোপ করা উচিত ছিল; কেননা তিনি একসময় আমাদের মাথা হয়ে যন্ত্রণাভোগ করলেন, আর এখন তাঁর অঙ্গুলিতে তথা এই আমাদেরই মধ্যে যন্ত্রণাভোগ করছেন।

নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে আমরা প্রত্যেকে আমাদের এই সমাবেশের কাছে—যাকে 'সাধারণ অধিকার' বলে অভিহিত করা চলে—নিজ নিজ ঋণ শোধ করি, ও আমাদের শক্তির সামর্থ্য অনুসারে আমরা প্রত্যেকে দুঃখযন্ত্রণার নিজ নিজ অংশ আনি। কেবল এ যুগ শেষ হলেই সকলের দুঃখযন্ত্রণার সার্বিক ঋণমুক্তি ঘটবে।

তাই, ভাইবোনেরা, এমনটি বিবেচনা করো না যে, দুর্জনদের হাতে যে সকল ধার্মিকজন নির্যাতন ভোগ করলেন, এমনকি তাঁরাও যাঁরা প্রভুর আগমনের কথা প্রচার করতে প্রভুর আগে জীবনযাপন করেছিলেন, তাঁরা সকলে খ্রীষ্টের অঙ্গের ছিলেন না। খ্রীষ্টই যে নগরের মাথা, সেই নগরের একটি মানুষও যে খ্রীষ্টের অঙ্গ নয়, তা কোন মতে হতে পারে না।

সুতরাং গোটা নগরই কথা বলে—সেই ধার্মিক আবেলের রক্ত থেকে জাখারিয়ার রক্ত পর্যন্ত। এবং পরবর্তীকালেও, যোহনের রক্ত থেকে প্রেরিতদূতদের রক্তের মধ্য দিয়ে, সাক্ষ্যমরদের রক্তের মধ্য দিয়ে, খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের রক্তের মধ্য দিয়ে এক-নগরই কথা বলে।

শ্লোক প্রত্যা ২১:৪; ৭:৬

প্র ঈশ্বর পবিত্রজনদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন; মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না:
উ আগের সবকিছু গত হল (আল্লেলুইয়া)।
প্র তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না:
উ আগের সবকিছু গত হল (আল্লেলুইয়া)।

একই দিন ১২ই মে

সাধু পানক্রাস, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - ৯০ নং সামসঙ্গীতে সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৭**

ক্লেশে আমি আছি তার সঙ্গে

ঈশ্বর বলেন, *ক্লেশে আমিই আছি তার সঙ্গে;* আর আমি ইতিমধ্যে ক্লেশ ছাড়া কিসের সন্ধান করব? *ঈশ্বরের কাছে কাছে থাকাই আমার মঙ্গল*, আর শুধু তাই নয়, *প্রভুতে আশ্রয় নেওয়াও* আমার মঙ্গল, কেননা তিনি বলেন, *আমি তাকে নিস্তার করব, গৌরবান্বিতও করব।*

ক্লেশে আমিই আছি তার সঙ্গে। তাছাড়া তিনি এ কথাও বলেন, *মানবসন্তানদের মধ্যে থাকাই আমার আনন্দ।* তিনি ইম্মানুয়েল তথা *আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।* তিনি ক্লিষ্টহৃদয়দের কাছে কাছে থাকবার উদ্দেশ্যে, ক্লেশে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবার উদ্দেশ্যে নেমে এলেন; আর তখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, যখন *এই আমাদের বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে, আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব*—অবশ্য, আমরা যদি তাঁকে কাছে পাবার জন্য ইতিমধ্যে সচেষ্ট থাকি যাতে তিনি পথের সাথী হন; তবেই তিনি আমাদের মাতৃভূমি দান করবেন, এমনকি তিনি নিজেই হবেন আমাদের মাতৃভূমি যেভাবে এখন তিনি আমাদের পথ।

প্রভু, তোমাকে ছাড়া রাজত্ব করা, তোমাকে ছাড়া ভোজে বসা, তোমাকে ছাড়া গৌরববোধ করা—এই সমস্তের চেয়ে ক্লেশে থাকাই আমার মঙ্গল—তুমি নিজেও কিন্তু যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক! প্রভু, তোমাকে ছাড়া থাকা, স্বর্গেও তোমাকে ছাড়া থাকার চেয়ে ক্লেশেই বরং তোমাকে আলিঙ্গন করা শ্রেয়, কেননা *স্বর্গে আমার*

জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই। চুল্লি সোনা যাচাই করে, ও ক্লেশ ধার্মিকদের পরীক্ষা করে। সেখানে, প্রভু, তুমিই তাদের সঙ্গে আছ; সেখানে তুমি তাদেরই মাঝে থাক যারা তোমার নামে একত্রিত—যেমন একদিন তুমি সেই তিনজন যুবকের সঙ্গে ছিলে।

আমরা কেন কম্পিত? কেন দ্বিধাগ্রস্ত? কেন এ চুল্লি এড়াতে চাই? আগুন তীব্রই বটে, কিন্তু ক্লেশে প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?* একই প্রকারে, যখন তিনি আমাদের নিস্তার করেন, তখন তাঁর হাত থেকে আমাদের কেড়ে নেবে এমন কেইবা আছে? কেইবা তাঁর হাত থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? পরিশেষে, যখন তিনি নিজেই আমাদের গৌরবান্বিত করবেন, তখন আমাদের সেই গৌরব বিনষ্ট করবে এমন কেইবা থাকতে পারে? তিনি যখন গৌরবান্বিত করেন, কেইবা অবনমিত করতে পারবে?

দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে। ঠিক যেন তিনি আরও স্পষ্টভাবে বলেন, সে যার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তা জানি, তার কিসের পিপাসা, তাও জানি, সে কিসেতে প্রীত, তাও জানি। সে তো সোনা বা রুপোতে প্রীত নয়, বাহ্যিক অভিলাষ, কৌতূহল বা সাংসারিক সম্মানেও সে প্রীত নয়; এ সমস্ত সে ক্ষতিই বলে গণ্য করে, সবকিছু তুচ্ছ করে ও আবর্জনা বলেই যেন বিবেচনা করে। সে নিজেকে নিঃশেষে নিঃস্ব করেছে, ও তেমন বিষয়ে চিন্তিত থাকতে সহ্য করে না, একথা জেনে যে, এসব কিছুতে তৃপ্তি পাবে না। কার প্রতিমূর্তিতে সে সৃষ্ট ও কেমন মহত্ত্বের সে অধিকারী, এ বিষয়ে সে অচেতন নয়; কিঞ্চিৎ মাত্রও উন্নীত হওয়ার ফলে তাকে যে সম্পূর্ণরূপেই নমিত করা হবে, তাও সে সহ্য করে না।

এজন্য, তাকে যখন প্রকৃত আলো দ্বারা ছাড়া যাচাইকৃত করা যায় না, সনাতন আলো দ্বারা ছাড়াও যখন তাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, তখন আমি *দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে,* কারণ তেমন দীর্ঘায়ুর সমাপ্তি নেই, তেমন আলোরও শেষ নেই, তেমন তৃপ্তিও অস্বাস্থ্যকর নয়।

শ্লোক

প্র ঈশ্বরের জন্য পানক্রাস মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন:
উ খ্রীষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি (আল্লেলুইয়া)।
প্র ইহলোকের জীবনের চেয়ে তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রীত হলেন:
উ খ্রীষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

১৪ই মে

সাধু মাথিয়াস, প্রেরিতদূত

পর্ব

দ্বিতীয় পাঠ - শিষ্যচরিতে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩:১,২,৩**

প্রভু, তুমি যাকে মনোনীত করেছ, তাকে আমাদের দেখাও

একদিন পিতর ভাইদের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। তিনি সকলের চেয়ে তৎপর, তাঁরই হাতে খ্রীষ্ট মেষপালের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন ও প্রেরিতদূত-সভায় তিনিই তো সর্বপ্রধান ছিলেন বলে সর্বপ্রথমে কথা বলতে লাগলেন: *শোন, ভাইয়েরা, আমাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত হতে হবে।* যাদের মধ্যে একজন নির্বাচিত হবে, তাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে মনে ক'রে তিনি উপস্থিত সকলেরই হাতে নির্বাচনের ভার রাখেন। তাছাড়া, যেহেতু তেমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে অনেকবার কতগুলো মতভেদের উদ্ভব হয়, সেজন্য তিনি সম্ভাব্য কোন তিক্ততা থেকে আগে থেকেই নিজেকে মুক্ত করেন।

তথাপি পিতর কি নিজেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে পারতেন না? পারতেন বটে, তবু তিনি তা করতে সম্মত নন, পাছে কেউ মনে করতে পারে, তিনি বিশেষ একজনেরই পক্ষপাত করছেন। তাছাড়া তিনি তখনও

পবিত্র আত্মাকে পাননি। *তখন এই দু'জনের নাম প্রস্তাব করা হল: ইউস্তুস নামে পরিচিত যোসেফ, যাঁকে বার্সাব্বাস বলে ডাকা হত, এবং মাথিয়াস।* তিনি একা নন, সকলেই সেই দু'জনের নাম প্রস্তাব করেন। নির্বাচনটা যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নয় বরং একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ফল, একথা প্রমাণিত করে তিনি প্রকৃতপক্ষে শুধু নির্বাচনের কারণটাই ব্যক্ত করেন। এমন একজন যিনি নিজের সিদ্ধান্ত জোরপ্রয়োগেই চাপিয়ে দেন, তেমন ব্যক্তির পরিচয় না দিয়ে তিনি বরং কেবল ব্যাখ্যাতাই হলেন।

তারপর তিনি একথা বলেন: *যারা এখানে সমবেত রয়েছেন, তাদেরই মধ্যে ...।* দেখ, পবিত্র আত্মা তখনও না আসা সত্ত্বেও তিনি সাক্ষীদের বেলায় কত না সদ্বিবেচনা প্রত্যাশা করেন; তিনি বড় দায়িত্ববোধের সঙ্গেই নির্বাচনের ব্যাপার সমাধা করেন।

যোহনের দীক্ষাস্নানের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে যতদিন প্রভু যীশু আমাদের মধ্যে বসবাস করলেন, ততদিন যারা আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরই একজনকে ...। তিনি সাধারণ শিষ্যদের কথা নয়, যীশুর সঙ্গে যাঁরা জীবন কাটিয়েছিলেন তাঁদেরই কথা বলেন। শুরুতে অনেকেই যীশুর অনুসরণ করত, সেজন্য তিনি বলেন, *যে দু'জন শিষ্য যোহনের বাণী শুনেই যীশুর অনুসরণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।*

যোহনের দীক্ষাস্নানের সময় থেকে যতদিন প্রভু যীশু আমাদের মধ্যে বসবাস করলেন ...। তিনি একথা বলেন, কারণ সেই সময়ের আগে যা কিছু ঘটেছিল, কেউই সঠিকভাবে তা স্মরণ করত না, তাঁরা পবিত্র আত্মার কাছ থেকেই সেই সমস্ত বিষয় শিখেছিলেন। *যেদিন প্রভু যীশুকে আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হল সেদিন পর্যন্ত যারা আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরই একজনকে এখন আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।* সবকিছুর সাক্ষী, একথা নয়, কিন্তু 'তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী', তিনি কেবল এ কথাই বলেন, কেননা তেমন ব্যক্তিই অধিক বিশ্বাসযোগ্য হবে যে বলতে পারবে, যিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন ও ক্রুশবিদ্ধ হলেন, তিনিই আবার পুনরুত্থানও করেছেন। ফলে অতীতকাল বা ভবিষ্যৎকাল বা অলৌকিক কাজগুলোর সাক্ষী হওয়া প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে পুনরুত্থানেরই সাক্ষী হতে হবে। অন্য ঘটনাগুলো জানা কথা ও প্রকাশ্য ঘটনা ছিল; কিন্তু পুনরুত্থানটি গুপ্তভাবেই ঘটেছিল, ও কেবল অল্পজনেরই কাছে জ্ঞাত ছিল।

তাঁরা তখন এই বলে প্রার্থনা করলেন: প্রভু, তুমি সকলের অন্তরের কথা জান ... তুমি তাকে দেখাও। আমরা নয়, তুমিই! তাঁরা সঙ্গতভাবেই তাঁকে অন্তর্যামী বলে ডাকেন, কেননা তাই বলে অন্য কেউ নয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন। যাঁরা এতখানি আশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করছিলেন কারণ এ অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল যে, একজনকে নির্বাচিত হতে হবে, তাঁরা প্রার্থনায় বলেননি, 'তুমি নির্বাচন কর,' বরং 'সেই নির্বাচিত ব্যক্তিকে দেখিয়ে দাও' যাকে তুমিই নির্বাচন করেছ—তাঁরা তো ভালভাবেই জানতেন যে সবকিছু ঈশ্বর দ্বারাই নিরূপিত। *পরে তাঁরা এই দু'জনের নামে গুলিবাঁৎ করলেন।* নির্বাচন চালাবার মত নিজেদের যোগ্য মনে করতেন না বিধায় তাঁরা বরং চাইলেন, একটি চিহ্ন তাঁদের চালিত করবে।

শ্লোক শিষ্য ১:২৪-২৫ দ্রঃ

প্/ হে প্রভু, তুমি সকলের অন্তরের কথা জান, আমাদের দেখাও কাকে বেছে নিয়েছ
উ/ এ সেবাদায়িত্ব ও প্রৈরিতিক ভূমিকায় স্থান পাবার জন্য (আল্লেলুইয়া)।
প্/ তাঁরা দু'জনের নামে গুলিবাঁৎ করলেন আর মাথিয়াসের নামে গুলি পড়ল বিধায় তিনিই এগারোজন প্রেরিতদূতের সঙ্গে যুক্ত হলেন
উ/ এ সেবাদায়িত্ব ও প্রৈরিতিক ভূমিকায় স্থান পাবার জন্য (আল্লেলুইয়া)।

১৫ই মে

সাধু পাখমিওস, মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - পাল্লাদিউস-লিখিত 'লাউসিয়াকা ইতিহাস'

তুমি অন্য সন্ন্যাসীদের বিধানকর্তা হও

তাবেন্নেসি ছিল থেবেস অঞ্চলে সেই বিশেষ স্থান যেখানে পাখমিওস নামে একজন ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ছিলেন সেই সাধুব্যক্তিদের একজন, যাঁরা এমন ধর্মময়তার সঙ্গে জীবনাচরণ করতেন যে ভবিষ্যদ্বাণী দেবার ও স্বর্গদূতদের দর্শন পাবার যোগ্য ছিলেন। পাখমিওস সকল মানুষ ও তাঁর আপন ধর্মভাইদের মহান প্রেমিক হয়ে উঠলেন।

একদিন তিনি গুহায় বসে আছেন, এমন সময় এক স্বর্গদূত তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'তুমি সিদ্ধপুরুষ হয়েছ বলে তোমার পক্ষে গুহায় বসে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। এসো, যত যুবা সন্ন্যাসীকে সমবেত করে তাদের সঙ্গেই বাস কর। আমি যে নিয়ম তোমাকে দিতে যাচ্ছি, তা অনুসারেই তাদের বিধানকর্তা হও।' একথা বলে স্বর্গদূত তাঁকে একটা ব্রঞ্জের ফলক দিয়ে দিলেন যার উপর লেখা ছিল: সকালবেলায় সন্ন্যাসীরা বারোটা প্রার্থনা, সন্ধ্যাবেলায় বারোটা প্রার্থনা, নিশিগাজরণীতে বারোটা প্রার্থনা ও ভোর তিনটায় তিনটে প্রার্থনা আবৃত্তি করবেন।

প্রার্থনার সংখ্যা অতিরিক্ত কম, পাখমিওস এ আপত্তি জানালে স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'আমি এ ব্যবস্থা করেছি যাতে দুর্বলেরাও মনে কষ্ট না পেয়ে নিয়ম সম্পূর্ণরূপেই পালন করতে পারে। যারা পরিপক্ক, তাদের পক্ষে বিধানের প্রয়োজন হয় না, কেননা তারা নিজেরাই নিজেদের কক্ষে বসে ঈশ্বর-দর্শনে নিবিষ্ট থাকবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছে। আমি এ নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছি তাদেরই জন্য, যারা এখনও পূর্ণ প্রজ্ঞা পায়নি, তারা যেন সেবকের মত সন্ন্যাসজীবনের বিভিন্ন কর্তব্য পালন ক'রে দৃঢ় আত্মনির্ভরশীলতায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'

যে যে মঠ এ নিয়ম পালন করে, সেগুলি সংখ্যায় বহু, ও সন্ন্যাসীদের সংখ্যা সাত হাজার। প্রথম ও প্রধান মঠ সেটিই হল যেখানে পাখমিওস নিজেই জীবন কাটিয়েছিলেন। এ মঠ থেকেই অন্যান্য মঠের উৎপত্তি; সন্ন্যাসীদের মোট সংখ্যা ছিল তেরোশ'জন।

অন্যান্য মঠগুলোর জনসংখ্যা ছিল দু'শ বা তিনশ'জনেরও বেশি। যখন আমি পানোপলিস-এ গিয়েছিলাম, তখন একটি মঠ পাই যেখানে তিনশ'জন সন্ন্যাসী বাস করছিলেন। এ মঠে আমি পনেরোজন দরজী, সাতজন কর্মকার, চারজন কাঠমিস্ত্রি, বারোজন উঁট-চালক ও পনেরোজন ধোপা দেখতে পাই। তাঁরা যে কোন কাজ করছিলেন ও তাঁদের বাড়তি আয় সন্ন্যাসিনীদের মঠে ও কারাবাসে দান করতেন।

তাঁরা সকলেই সমস্ত বাইবেল মুখস্থ করেন।

শ্লোক রো ৮:৩৬-৩৭; সাম ৪৪:১২,১৪

প্র তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য;
উ কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই (আল্লেলুইয়া)।
প্র তুমি আমাদের সঁপে দিয়েছ জবাইখানার মেষের মত, প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের করেছ অপবাদের পাত্র;
উ কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই (আল্লেলুইয়া)।

১৮ই মে

পোপ প্রথম যোহন, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - আভিলার ধন্য যোহনের পত্রাবলি **আত্মীয়দের কাছে পত্র ৫৮**

যীশুর জীবন আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়

ধন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই পরমেশ্বর, যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা

সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে; কেননা খ্রীষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে।

এ সাধু পলেরই কথা। তাঁকে তিনবার বেত ও পাঁচবার কশা দ্বারা আঘাত করা হল, একবার তাঁকে পাথর ছুড়ে মারা হল, আর একবার তাঁকে মৃতই যেন ফেলে রাখা হল; তিনি সব প্রকার মানুষের হাতে নির্যাতন ভোগ করলেন, যত ধরনের কষ্ট ও পরিশ্রমে নিপীড়িত হলেন, একবার বা দু'বার নয় বহুবারই—যেমন তিনি নিজে এ স্থানে বলেন: *আমরা জীবিত হয়েও যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।*

আর এ সমস্ত নিপীড়নের মাঝে তিনি দুর্বলদের মত গজ গজ করেন না ও ঈশ্বরের প্রতি অসন্তোষ দেখান না, শুধু এমন নয়; যারা গৌরব ও আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে, তাদের মত দুঃখ প্রকাশ করেন না, শুধু এমনও নয়; যারা কষ্ট থেকে দূরে পালায়, সেই নির্বোধদের মত ঈশ্বরের কাছে কষ্ট-মুক্তি প্রার্থনা করেন না, শুধু এমনও নয়, আর যারা কষ্টের মূল্য বোঝে না, তাদের মত কষ্ট অবজ্ঞা করেন না, শুধু এমনও নয়, বরং সমস্ত দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা সরিয়ে দিয়ে তিনি ক্লেশের মাঝেই ঈশ্বরকে ধন্য করেন, ঠিক যেন মহাদান পেয়েছেন বলেই তাঁকে ধন্যবাদ জানান, এবং যিনি আমাদের মুক্ত করতে তত কষ্ট ও অবিশ্বাস্য দুর্নাম ভোগ করেছিলেন, তাঁরই সম্মানার্থে কিছু দুর্ভোগ সহ্য করতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন—হ্যাঁ, আমরা যারা পাপের দরুন তত দুর্ভোগের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম, সেই খ্রীষ্ট তা থেকে আমাদের মুক্ত ক'রে ও নিজের মধ্যে ও নিজের দ্বারা স্বর্গীয় আনন্দের একটি পণ ও চিহ্ন দিয়ে নিজ আত্মায় আমাদের শ্রীমন্ডিত করলেন ও ঐশপুত্রত্বে ভূষিত করলেন।

হে আমার প্রিয়তম ভাইবোনেরা, প্রভু তোমাদের চোখ উন্মীলিত করুন, যাতে সংসার যা ঘৃণা করে আমরা তার মধ্যে তাঁর দেওয়া মহা ঐশ্বর্য দেখতে পাই। আরও, আমরা যেন দেখতে পাই যে, যখন ঈশ্বরের গৌরবের অন্বেষণ করি, তখন অপমানে থেকেও আমরা তাঁর দৃষ্টিতে কতই না সম্মানের পাত্র; ও বর্তমান ক্লেশে আমাদের জন্য কতই না গৌরব গচ্ছিত রয়েছে! আহা, মঙ্গলময় ঈশ্বরের হাত কতই না প্রেমপূর্ণ ও আনন্দময়! সংগ্রামে যারা আহত, তাদের গ্রহণ করতে তিনি হাত বাড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ, সেই হাত মধুর চেয়ে এমন মধুময় আলিঙ্গনেই আমাদের জড়ায়, যা আমাদের পরিপূর্ণরূপেই পরিতৃপ্ত করে তোলে—সংসার যত তিক্ততাই আমাদের খাওয়ায় না কেন! আমরা এসব কিছু ভালবাসলে তবে তেমন আলিঙ্গন উদ্দীপ্ত অন্তরেই বাসনা করব। কেননা সমস্ত বাসনা বিষয়ে অচেতন যে ব্যক্তি, সে ছাড়া আর কেইবা তেমন ভালবাসা ও অভিলাষের পূর্ণতা বাসনা না করবে?

সুতরাং তেমন মহা বিষয় যদি তোমাদের আকর্ষণ করে, ও তোমরা তা দেখতে ও ভোগ করতে ইচ্ছা কর, তবে জেনে রেখ, কষ্টভোগ করার চেয়ে শ্রেয় পথ আর নেই। কেননা এই তো সেই পথ যে পথে খ্রীষ্ট ও তাঁর আপনজনেরা চললেন। এ পথকে তিনি সরু পথ বলেন ঠিকই, কিন্তু তা জীবনেই যাওয়ার পথ! তাছাড়া তিনি এ শিক্ষাও দেন যে, আমরা তাঁর কাছে পৌঁছতে চাইলে তবে তাঁর নিজের পথে আমাদেরও চলা দরকার।

কেননা ঈশ্বরপুত্র দুর্নামের পথে চলতে চলতে মানবসন্তানেরা সম্মানেরই পথের অন্বেষণ করবে তা উচিত নয়, কারণ *শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, দাসও প্রভুর চেয়ে বড় নয়।*

ঈশ্বর করুন, খ্রীষ্টের ক্রুশের খাতিরে পরিশ্রমে ছাড়া আমাদের প্রাণ এ সংসারে যেন অন্য কোথাও শান্তি না পায়, অন্য পাথেয়ও যেন না খোঁজে।

শ্লোক ২ করি ৪:১১,১৬

℟ আমরা জীবিত হয়েও যীশুর জন্য সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,
* যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।
℣ যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে,
* যাতে যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।

১৯শে মে

সাধু পিতর চেলেস্তিনুস, পোপ ও বিজনাশ্রমী

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ যোহন কাসিয়ানুস-লিখিত 'আলোচন-মালা' ১০ম উপদেশ ৬-৭

এই তো সমস্ত সিদ্ধির চূড়া :
সমস্ত জীবন যেন এক ও অবিরত প্রার্থনায় পরিণত হয়

কেবল তারাই স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ মনশ্চক্ষুতে যীশুর ঈশ্বরত্বের দর্শন পায়, যারা সংসারের কাজ ও চিন্তার ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে তাঁর সঙ্গে সেই নির্জন উচ্চ পর্বতে একাকী থাকে। পার্থিব সমস্ত চিন্তা ও ভাবাবেগের কোলাহল থেকে মুক্ত ও সমস্ত রিপুর বিশৃঙ্খলা থেকে বিচ্ছিন্ন এ পর্বতটা শুদ্ধতম বিশ্বাস ও সূক্ষ্মতম সদ্‌গুণাবলির চূড়ায় খ্রীষ্টের শ্রীমুখের দীপ্তি ও তাঁর গৌরবের প্রতিমূর্তি তাদেরই কাছে প্রকাশ করে, যারা আত্মার নির্মলতা হেতু তাঁর দর্শন পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছে।

তথাপি যারা শহরে, গ্রামে বা পাড়ায় কর্মজীবন বা ধ্যানী জীবনে প্রবৃত্ত, তারাও প্রভুর দর্শন পায়; কিন্তু পিতর, যাকোব ও যোহনের মত যে যে প্রাণ সদ্‌গুণাবলির উপরোক্ত পর্বতে তাঁর সঙ্গে আরোহণ করার মত যথেষ্ট শক্তির অধিকারী, তাদের কাছে তিনি যে জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করেন, তথা যে জ্যোতিতে তিনি একদিন মোশীর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন ও এলিয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই একই জ্যোতিতে এদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না।

এ শিক্ষা সপ্রমাণ করতে ও নিখুঁত শুচিতার আদর্শ রেখে যেতে ইচ্ছা করে প্রভুর পক্ষে তা পাবার জন্য যদিও নির্জন অবস্থা নিষ্প্রয়োজনই ছিল—যেহেতু তিনি নিজেই সমস্ত পবিত্রতার উৎস—তবু *তিনি একাকী হয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে উঠলেন।*

নিজের আদর্শ দানে তিনি আমাদের এ শিক্ষা দিতে অভিপ্রায় করলেন যে, হৃদয়ের অক্ষুণ্ন ও শুদ্ধ ভক্তিতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আকাঙ্ক্ষা করলে আমাদের পক্ষেও তাঁর মত লোকদের ভিড় ও কোলাহল এড়ানো দরকার। তবেই এসংসারে থেকেও আমরা কমপক্ষে আংশিকভাবেই সেই সুখ ভোগ করতে পারব যা পবিত্রজনদের কাছে অনন্ত জীবনেই প্রতিশ্রুত, যাতে করে আমাদের জন্যও একথা সত্য হতে পারে যে, *ঈশ্বরই সবকিছু—সবারই মধ্যে।*

তবেই আমাদের মধ্যে সেই প্রার্থনা সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধি লাভ করবে যা আমাদের ত্রাণকর্তা আপন শিষ্যদের জন্য পিতার কাছে রেখেছিলেন: *যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি*; আরও, *সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে।* যখন প্রভুর এ প্রার্থনা সিদ্ধি লাভ করবে—তাঁর প্রার্থনা অসিদ্ধ থাকবে এমনটি হতে পারে না—তখন যে সিদ্ধ ভালবাসায় ঈশ্বরই *প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন*, তা আমাদের হৃদয়ে বর্ষিত হবে।

এসব কিছু তখনই ঘটবে যখন আমাদের গোটা ভালবাসা, আমাদের গোটা আকাঙ্ক্ষা, ও আমাদের সমস্ত অন্বেষা ও চিন্তার বস্তু সেই ঈশ্বরই হবেন যিনি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের কথনের উৎস, আমাদের নিশ্বাস। তবেই পিতা ও পুত্রের মধ্যে ও পুত্র ও পিতার মধ্যে যে ঐক্য বিরাজ করে, তা আমাদের মনোভাবে ও প্রাণে সঞ্চারিত হবে, অর্থাৎ তিনি যেমন অকপট, শুদ্ধ ও অবিচ্ছেদ্য ভালবাসায় আমাদের ভালবাসেন, তেমনি আমরাও চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন ভালবাসায় তাঁর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হব, ও তাঁর সঙ্গে এমনভাবেই মিলিত হব যে, আমাদের সমস্ত নিশ্বাস, আমাদের মনের সমস্ত গতি ও আমাদের সমস্ত কথা তাঁকেই ব্যক্ত করবে। এতে আমরা সেই উদ্দেশ্যের নাগাল পাব যার কথা বলে এসেছি ও যা প্রভু আমাদের জন্য নিজ প্রার্থনায় ব্যক্ত করেন: *তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়।* আরও: *পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে।*

এ হওয়া উচিত সন্ন্যাসীর গোটা জীবনের লক্ষ্য; এরই দিকে তার সমস্ত প্রয়াস ধাবিত হওয়া উচিত: অর্থাৎ, এজীবন থেকেই সে যেন ভাবী সুখের প্রতিমূর্তি লাভ করতে যোগ্য হয়ে ওঠে, এবং এ দেহে জীবনযাপন করতে করতেও সে যেন কোন প্রকারে স্বর্গীয় জীবন ও গৌরবের আস্বাদ পেতে শুরু করতে পারে। আবার বলছি, এ হচ্ছে সমস্ত সিদ্ধির লক্ষ্য: যেন প্রাণ দেহের সমস্ত বোঝা থেকে ভারমুক্ত হয়ে প্রতিদিন স্বর্গীয় বিষয়ের দিকে এমনভাবেই উন্নীত হয় যে, তার সমস্ত জীবন ও তার হৃদয়ের সমস্ত গতি এক ও অবিরত প্রার্থনায় পরিণত হয়।

শ্লোক যেরে ২৯:১২,১৩; লুক ১১:৯

প্র তোমরা আমাকে ডাকবে আর তখনই আমি সাড়া দেব; তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে

উ যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে (আল্লেলুইয়া)।

প্র যাচ্‌না কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে

উ যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে (আল্লেলুইয়া)।

২০শে মে

সিয়েনার সাধু বার্নাডিন, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সিয়েনার সাধু বার্নাডিনের উপদেশাবলি **যীশুনাম, উপদেশ ৪৯**

যীশুনাম, প্রচারকদের জ্যোতি

যীশুনামই প্রচারকদের জ্যোতি, কারণ সেই জ্যোতিতে ঐশবাণী-প্রচার ও বাণী-শ্রবণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমাকে বল, তেমন মহান, দ্রুত ও উদ্দীপ্ত বিশ্বাসের আলো কোথা থেকেই বা সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করল, যদি না যীশুনাম প্রচারিত হয়েছে? ঈশ্বর এ নামের জ্যোতি ও সুস্বাদ দ্বারাই কি *তাঁর অপরূপ আলোতে আমাদের আহ্বান করেননি?* যারা আলোপ্রাপ্ত হয়েছে ও এ আলোতে আলো দেখে, তাদের কাছে প্রেরিতদূত সঙ্গতভাবেই বলেন: *যদিও একসময় তোমরা অন্ধকার ছিলে, এখন কিন্তু তোমরা প্রভুতে আলো: সুতরাং আলোর সন্তানের মত চল।*

অতএব, এ নামটি প্রচার করা দরকার যেন জ্যোতি ছড়ায়, নামটি গুপ্ত রাখা উচিত নয়। তথাপি প্রচারকাজে নামটি শিথিল হৃদয়ে ও কলুষিত ওষ্ঠে ঘোষণা করা উচিত নয়, বরং তা অক্ষুণ্ন করে রক্ষা করা দরকার ও কেমন যেন এক অমূল্য পাত্র থেকেই তা বিস্তার করা দরকার।

এজন্য প্রভু প্রেরিতদূত বিষয়ে বলেন: *জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নাম বহন করার উদ্দেশ্যে সে আমার মনোনীত পাত্র।* তিনি বলেন 'মনোনীত পাত্র,' অর্থাৎ এমন পাত্র যেখানে বিক্রির জন্য মিষ্ট রস রাখা হয়, যাতে অমূল্য পাত্রগুলিতে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল রঙ দেখা দিলে তা পান করার ইচ্ছা বাড়ায়—যে পাত্র তাঁর নাম বহন করবে।

কেননা যেমন মাঠ পরিষ্কার করার জন্য যত কাঁটাঝোপ ও অকেজো ও শুকনা জঙ্গল আগুনে ধ্বংস করা হয়, ও যেমন সূর্যোদয়ের সময়ে যখন অন্ধকার দূর করা হচ্ছে তখন চোর ও দস্যুরা অন্তর্ধান হয়, তেমনি যখন পলের মুখ জাতিগুলির কাছে প্রচার করত, তখন কেমন যেন মহা বজ্রনাদের ফলে বা অকস্মাৎ দাহনের ফলে কিংবা সূর্যের জ্যোতির্ময় উদয়ের ফলে অবিশ্বস্ততা ধ্বংসিত হচ্ছিল, মিথ্যা বিনষ্ট হচ্ছিল, ও সত্য ঠিক যেন জ্বলন্ত আগুনের শিখায় গলা মোমের মতই উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

তাই প্রেরিতদূত নিজ কথা, পত্রাবলি, অলৌকিক কর্ম ও আদর্শের মধ্য দিয়ে সর্বত্রই যীশুনাম বহন করতেন; বাস্তবিকই তিনি সর্বদাই যীশুনামের প্রশংসাবাদ করতেন ও কৃতজ্ঞতার মনোভাবে সেই নামকীর্তন করতেন।

আরও, সাধু পল এ নামটিকে *রাজাদের সামনে, জাতিগুলির সামনে ও ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে* দীপ্তি রূপেই উপস্থাপন করতেন, ও তা দ্বারা সেই সমস্ত জাতিকে আলোকিত করতেন ও সর্বত্রই প্রচার করতেন: *রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী*

রণসজ্জা পরিধান করি। এবং বাতিদানে রাখা সেই জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল প্রদীপ দেখিয়ে সর্বস্থানে *যীশুকে, এমনকি ক্রুশবিদ্ধ যীশুকেই* প্রচার করতেন।

এজন্য খ্রীষ্টের কনে সেই মণ্ডলী তাঁর সাক্ষ্যদানের উপর অবলম্বন করে নবীর সঙ্গে মেতে উঠে বলে: *যৌবনকাল থেকে তুমি, পরমেশ্বর, উদ্বুদ্ধ করেছ আমায়, আর আমি আজও প্রচার করে চলি তোমার আশ্চর্য কীর্তিগাথা,* অর্থাৎ সবসময়ই তা প্রচার করে চলি। নবীও এ উদ্দেশ্যে চেতনা দিয়ে বলেন: *প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম, দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ,* অর্থাৎ ত্রাণকর্তা যীশুর নাম প্রচার কর।

শ্লোক সিরা ৫১:১০; সাম ৯:৩ দ্রঃ

প্রঁ আমি অবিরত তোমার নামের প্রশংসা করব,
উঁ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব (আল্লেলুইয়া)।
প্রঁ আমি তোমাতে আনন্দ করব, করব উল্লাস; করব তোমার নামগান, হে পরাৎপর।
উঁ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব (আল্লেলুইয়া)।

২৫শে মে

সাধু বীড, পুরোহিত ও আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - কাথ্‌বার্থ-লিখিত 'মাননীয় সাধু বীডের মৃত্যু বিষয়ক পত্র' **৪-৬**

খ্রীষ্টের দর্শন পাবার আকাঙ্ক্ষা

প্রভুর স্বর্গারোহণ-পর্বের পূর্ববর্তী মঙ্গলবার এলে বীড আরও কষ্টের সঙ্গে শ্বাস নিতে লাগলেন, ও তাঁর পা কিছুটা ফুলে উঠল। তথাপি তিনি সারাদিন ধরে শিক্ষা দিতে, এমনকি আনন্দের সঙ্গেই শিক্ষা দিতে থাকলেন। বিভিন্ন কথার মধ্যে তিনি এও বললেন: 'তোমরা তৎপর হয়েই শেখ, কারণ আমি তো জানি না আর কত দিন এগতে পারব। হয় তো স্রষ্টা অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে তুলে নেবেন।' আমাদের মনে হচ্ছিল, তিনি ভাল করেই জানতেন নিজের পরিণামের কথা; এভাবে তিনি সজাগ হয়ে ধন্যবাদ দিতে দিতে রাত কাটালেন।

বুধবার ভোর হতেই তিনি নির্দেশ দিলেন আমরা যেন আমাদের শুরু করা কাজ অধ্যবসায়ের সঙ্গে লিখতে থাকি, আর আমরা ন'টা পর্যন্ত তাই করে চললাম। সেই দিনটির প্রথামত আমরা ন'টা থেকে সাধুসাধ্বীর দেহাবশেষ বহন করে শোভাযাত্রা করতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের একজন তাঁর পাশে থাকল। সে তাঁকে বলল, 'গুরু মহোদয়, আপনি যে পুস্তক লেখাচ্ছেন, তার একটা অধ্যায় এখনও বাকি রয়েছে। আমি প্রশ্ন রাখলে আপনার কি কষ্ট লাগবে?' আর তিনি বললেন, 'না না, আরাম লাগবে। কলমটা নিয়ে তার হুলটা তীক্ষ্ণ করে লেখ।' আর সে তাই করল। বিকাল তিনটায় তিনি আমাকে বললেন, 'আমার ছোট বাক্সের মধ্যে পেপারমিণ্ট, রুমাল ও ধূপের মত মূল্যবান কিছু জিনিস রয়েছে। শীঘ্রই দৌড় দিয়ে আমাদের মঠের পুরোহিতদের আমার কাছে ডেকে আন, কারণ ঈশ্বর এই যে ক্ষুদ্র উপহার আমাকে দিয়েছিলেন তা তাঁদেরই দিয়ে যেতে চাই।' তারপর তাঁদের সামনে তিনি সকলকে উদ্দেশ করে কথা বললেন: তিনি প্রত্যেকজনকে সুপরামর্শ দিলেন, আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যেন তাঁর জন্য খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করা হয় ও অবিরত প্রার্থনাও করা হয়; তাঁরা এসব কিছু করবেন বলে সদিচ্ছার সঙ্গেই প্রতিজ্ঞা করলেন।

এজগতে কেউ সম্ভবত তাঁর মুখ আর বেশিক্ষণ দেখতে পাবে না, তাঁর একথার জন্য সকলে চোখের জল ফেলে কাঁদছিল।

তবুও সকলে আনন্দও পেল, কারণ তিনি বললেন, 'আমার স্রষ্টার ইচ্ছা হলে, এবার সময় এসে গেছে। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যখন আমি ছিলাম না যিনি তখন শূন্য থেকে আমাকে গড়েছেন, তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার সময় এবার উপস্থিত। আমি দীর্ঘায়ু হলাম, ও সেই ধর্মময় বিচারকর্তা আমার জন্য আমার জীবন

সুন্দরভাবেই নিরূপণ করলেন। এবার পাল নামাবার সময় এসেছে, কারণ আমি এখন মরতে চাই, খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে চাই। আমার প্রাণ সত্যি তাঁর গৌরবের আলোতে আমার রাজা খ্রীষ্টকে দেখতে চায়।’ তারপর আমাদের সুস্থির করার জন্য আরও অনেক কথা বলে তিনি সেই দিনটি সন্ধ্যা পর্যন্ত আনন্দের মধ্যেই কাটালেন। সেই যুবা উইবের্থ তখন এ কথাও বলল, ‘গুরু মহোদয়, এখনও একটা বাক্য লিখতে বাকি রয়েছে।’ আর তিনি বললেন, ‘তা এখনই লিখে ফেল।’ কিছুক্ষণ পরে যুবকটি বলল, ‘বাক্যটা লিখে ফেলেছি, এবার কাজ সমাপ্ত হল।’ আর তিনি তখন বললেন: ‘ভাল! ঠিক কথা বলেছ: সবই সমাপ্ত হল। এখন তোমার দু’হাতের মধ্যে আমার মাথা তুলে ধর, কারণ যে স্থানে আমি সাধারণত প্রার্থনা করতাম, সেই পবিত্র স্থানটির সামনে বসে থাকা আমার খুব ভাল লাগে। তাই বসে থেকে আমিও আমার পিতাকে ডাকতে পারব।’

আর এই অবস্থায়, নিজ কক্ষের মেঝের উপরে বসে ‘পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক’ গান করতে করতে তিনি ‘গৌরব হোক’ কথাটি উচ্চারণ করেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইহলোকে ঈশ্বরের প্রশংসা সবসময়ই অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে গান করেছিলেন বিধায় তিনি এবার স্বর্গীয় বাসনার সেই আনন্দলোকে ভ্রমণ করলেন।

শ্লোক

℣ দিনরাত শাস্ত্র ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে, ও সেই সঙ্গে বিশ্বস্ত নিয়ম-পালনে ও সঙ্ঘে সঙ্গীত-পরিবেশনের দায়িত্ব পালনে আমি মঠে সারা জীবন কাটিয়েছি।
℟ শেখা, শেখানো ও লেখা ছিল আমার নিত্য আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।
℣ যে ঐশবাণী পালন করে ও শেখায়, স্বর্গরাজ্যে সে মহান হবে।
℟ শেখা, শেখানো ও লেখা ছিল আমার নিত্য আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।

একই দিন ২৫শে মে

পোপ সপ্তম গ্রেগরি

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ সপ্তম গ্রেগরির পত্রাবলি **পত্র ৬৪**

এমন মণ্ডলী যা স্বাধীন, শুচি ও কাথলিক

যিনি নিজের মৃত্যু দ্বারা আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন, সেই প্রভু যীশুতে আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি, সনির্বন্ধ আবেদনও জানাচ্ছি: সমস্ত উপায় অবলম্বন করে বুঝতে চেষ্টা করুন কেন ও কেমন করেই বা আমরা খ্রীষ্টধর্মের বিরোধীদের হাতে ক্লেশ ও সঙ্কট ভোগ করছি।

ঐশসঙ্কল্প অনুসারে মাতা মণ্ডলী যে সময়ে এই অত্যন্ত অযোগ্য মানুষকে, এমনকি—ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখেই বলছি—আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে প্রৈরিতিক আসনে রাখল, সে সময় থেকে আমি সর্বদাই চেষ্টা করে এসেছি যেন ঈশ্বরের কনে ও আমাদের জননী সেই পুণ্যময়ী মণ্ডলী প্রাচীন মর্যাদায় ফিরে গিয়ে স্বাধীন, শুচি ও কাথলিক বলেই থাকতে পারে। কিন্তু, যেহেতু সেই প্রাচীন শত্রু এসব কিছুতে কোন মতেই সন্তুষ্ট নয়, সেজন্য সবকিছু ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সে আমাদের বিরুদ্ধে তার পন্থীদের অস্ত্র-সজ্জিত করল। এ কারণেই সে আমাদের বিরুদ্ধে, এমনকি প্রৈরিতিক আসনের বিরুদ্ধে যা কিছু করতে পারত, সম্রাট মহাত্মা কনস্তান্তাইনের সময় থেকে তা করে এল। এতে তত বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ কাল যতখানি সন্নিকট আসে, খ্রীষ্টধর্ম নিবিয়ে দেবার জন্য সে ততখানি সচেষ্ট।

তাছাড়া, হে আমার প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমি এখন আপনাদের যা বলতে যাচ্ছি, আপনারা তা মনোযোগের সঙ্গেই শুনুন। বিশ্বজগৎ জুড়ে যারা খ্রীষ্টীয় নামে গর্ব করে ও খ্রীষ্টধর্ম সত্যিকারেই জানে, তারা সকলেই জানে ও বিশ্বাস করে যে, সেই ধন্য পিতর যিনি প্রেরিতদূতদের প্রধান, খ্রীষ্টের পরে তিনিই সকল খ্রীষ্টানদের পিতা ও প্রধান পালক, এবং এ কথাও জানে ও বিশ্বাস করে যে, রোম মণ্ডলী হল সকল স্থানীয় মণ্ডলীর মাতা ও শিক্ষাদাত্রী।

অতএব, আপনারা একথা বিশ্বাস করলে ও দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করলে আমি আপনাদের অযোগ্য ভাই ও গুরু

হয়েও আপনাদের অনুরোধ করছি ও আদেশ করছি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভালবাসার খাতিরে আপনাদের এই পিতাকে ও আপনাদের মাতাকে সাহায্য ও সহায়তা দান করুন। যদি তাঁদের মধ্য দিয়ে সকল পাপের ক্ষমা, আশীর্বাদ ও ইহলোকে ও পরলোকে অনুগ্রহ পেতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই সহায়তা দান করুন।

যাঁর কাছ থেকে সর্বমঙ্গল আগত, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনাদের মন সর্বদাই উদ্বুদ্ধ করুন, ও নিজেদের ও প্রতিবেশীর ভালবাসায় তা উর্বর করে তুলুন, যেন বিশ্বস্ত আসক্তির পুরস্কার স্বরূপ আপনারা সেই সাধু পিতরকে আপনাদের ঋণী করতে যোগ্য হতে পারেন, যিনি বিশ্বাসে আপনাদের পিতা; সেই মণ্ডলীকেও যেন আপনাদের ঋণী করতে পারেন, যে মণ্ডলী আপনাদের মাতা, যাতে বিনা স্পর্ধায়ই তাঁদের সাহচর্যে এসে পৌঁছতে পারেন। আমেন।

শ্লোক সিরা ৪৫:৩; সাম ৭৮:৭০,৭১ দ্রঃ

℣ প্রভু ক্ষমতাশালীদের সামনে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন, তাঁকে আপন জনগণের উপরে অধিকার দিলেন,
℟ ও তাঁকে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন (আল্লেলুইয়া)।
℣ তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন তাঁর আপন জাতিকে চরাবার জন্য,
℟ ও তাঁকে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন (আল্লেলুইয়া)।

একই দিন ২৫শে মে

সাধ্বী মারীয়া মাগদালেনা দ্য পাজ্জি, চিরকুমারী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী মারীয়া মাগদালেনা দ্য পাজ্জি-লিখিত ‘ঐশপ্রকাশ ও পরীক্ষার পুস্তক’

এসো, পবিত্র আত্মা!

হে বাণী, পবিত্র আত্মায় তুমি অপরূপ! কেননা এমনটি কর যাতে তিনি প্রাণে নিজেকে সঞ্চার করেন, ও সেই সঞ্চারণের ফলে প্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে, ঈশ্বরকে আস্বাদ করে, ঈশ্বরে ছাড়া অন্য কিছুতে প্রীত না হয়।

আর সেই পবিত্র আত্মা যখন প্রাণে আসেন, তখন তিনি সবসময়ই সেই বাণীর রক্তের মূল্যবান সীলমোহরেই চিহ্নিত যিনি নিপাতিত মেষশাবক; এমনকি পবিত্র আত্মা যদিও নিজে থেকে ক্রিয়াশীল ও আসতে ইচ্ছুক, তবু সেই রক্তই তাঁকে আসতে উদ্দীপনা দেয়।

চলন্ত ঐশআত্মা নিজ স্বরূপে হলেন পিতা ও বাণীর সত্তা; পিতার সত্তা ও বাণীর সদিচ্ছা থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি উৎস রূপেই আগমন করে প্রাণে নিজেকে ব্যাপ্ত করেন, ও প্রাণ তাঁর মধ্যে নিমজ্জিত হয়। আর যেমন দু’টো নদী মিলনের স্থানে এমনভাবেই মিলিত হয় যে, ছোটটা নিজ নাম ছেড়ে বড়টার নাম গ্রহণ করে, তেমনি প্রাণের সঙ্গে একীভূত হবার জন্য এই যে ঐশআত্মা প্রাণে আসেন তিনিও সেরূপ ব্যবহার করেন। তবু প্রয়োজন রয়েছে, ছোটটি হওয়ায় প্রাণ নিজ নাম ত্যাগ ক’রে পবিত্র আত্মার হাতে ছেড়ে দেবে; এ উদ্দেশ্যে প্রাণ ঐশআত্মায় নিজেকে এমনভাবেই রূপান্তরিত করবে যাতে তাঁর সঙ্গে এক হতে পারে।

পিতার বুকে নিহিত ধনের যিনি বিতরণকারী ও পিতা ও পুত্রের মধ্যে সমস্ত সুমন্ত্রণার যিনি রক্ষাকর্তা, সেই পবিত্র আত্মা এত মধুরভাবেই প্রাণে প্রবেশ করেন যে, প্রাণ তাঁর আগমন বিষয়ে সচেতন নয়, ও তাঁর নিজের মহত্ত্বে তিনি অল্পজন দ্বারাই মাত্র উপযুক্তরূপে পরিগণিত।

তিনি ভারী আবার লঘুভার, আর সেইভাবে সেই সকল স্থানে গিয়ে উপস্থিত হন যা তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তিনি বাক্‌পটু আবার সম্পূর্ণ নীরব, আর সেইভাবে সকলের দ্বারা শ্রুত। তিনি অচল আবার অধিক চলন্ত, আর সেইভাবে ভালবাসার উদ্দীপনায় সকলের অন্তরে নিজেকে সঞ্চার করেন।

হে পবিত্র আত্মা, তুমি তো অচল পিতায় স্থির থাক না, বাণীতেও স্থির থাক না, অথচ তুমি অনুক্ষণ পিতা ও বাণীর মধ্যে, আবার নিজের মধ্যে ও ধন্য প্রাণী ও সমস্ত সৃষ্টজীবদের মধ্যে বিদ্যমান।

তুমি সৃষ্টজীবের পক্ষে সেই একমাত্র বাণীর পাতিত রক্তের জন্য আবশ্যক, যিনি ভালবাসার খাতিরে তাঁর

সৃষ্টজীবের পক্ষে নিজেকে আবশ্যক করেছেন। যারা তোমার দানগুলির সহভাগিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে পবিত্রতা গুণে তোমার নিজের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে যোগ্য হয়ে ওঠে, তুমি সেই সৃষ্টজীবদের মধ্যেই বিশ্রাম কর। আবার সেই সৃষ্টজীবদের মধ্যেই বিশ্রাম কর, যারা নিজেদের মধ্যে বাণীর রক্তের ফল গ্রহণ করে ও তোমার যোগ্য আবাস হয়ে ওঠে। এসো, পবিত্র আত্মা! পিতার মিলন ও বাণীর সদিচ্ছা আসুক! হে সত্যময় আত্মা, তুমি তো পুণ্যজনদের পুরস্কার, প্রাণের আরাম, অন্ধকারের আলো, গরিবদের ধন, তোমার ভক্তদের ঐশ্বর্য, ক্ষুধার্তদের তৃপ্তি, প্রবাসীদের সান্ত্বনা; এক কথায়, তোমারই মধ্যে সমস্ত ধন নিহিত।

তুমি যে মারীয়াতে অবতরণ করে বাণীর দেহধারণ ঘটিয়েছ, এসো; এবং মারীয়ার অন্তরে অনুগ্রহ ও স্বরূপ গুণে যা সাধন করেছ, আমাদের অন্তরেও তাই সাধন কর।

এসো, তুমি যে শুচি চিন্তার খাদ্য, সমস্ত প্রসন্নতার উৎস ও সমস্ত শুদ্ধতার ভাণ্ডার!

এসো, আর আমরা যাতে তোমাতে গৃহীত হতে পারি, আমাদের অন্তরে যা কিছু বাধা দেয়, তা ধ্বংস কর।

শ্লোক ১ করি ২:৯-১০ দ্রঃ

℣ কোন চোখ তা-ই দেখেনি, কোন কান তা-ই শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে তা-ই কখনও প্রবেশ করেনি
℟ যা প্রভু তাদেরই জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে (আল্লেলুইয়া)।
℣ আমাদের কাছে ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন
℟ যা প্রভু তাদেরই জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে (আল্লেলুইয়া)।

২৬শে মে

সাধু ফিলিপ নেরি, পুরোহিত

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৭১:১-৩,৫**

প্রভুতে নিত্যই আনন্দ কর

প্রেরিতদূত আমাদের আনন্দ করতে আদেশ দেন বটে, কিন্তু প্রভুতে, সংসারে নয়। কেননা শাস্ত্র যেমনটি বলে: *যে কেউ জগতের বন্ধু হতে চায়, সে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে।* মানুষের পক্ষে যেমন দুই মনিবের সেবায় থাকা সম্ভব নয়, তেমনি কেউই সংসারে ও প্রভুতে আনন্দ করতে পারে না।

তাই প্রভুতে আনন্দই জয়ী হোক যতদিন সংসারে আনন্দের নিঃশেষ না হয়। প্রভুতে আনন্দ নিত্যই বেড়ে চলুক; সংসারে আনন্দ নিত্যই কমে যাক, যতদিন না নিঃশেষ হয়। এই যে সংসারে আমরা আছি তাতে যে আনন্দ করতে নেই, এজন্যই যে আমরা একথা বলছি এমন নয়; কিন্তু এজন্যই বলছি, যেন এসংসারে থেকেও আমরা ইতিমধ্যে প্রভুতেই আনন্দ করি।

একজন কিন্তু বলছে: আমরা তো সংসারে আছি, সুতরাং যদি আনন্দ করতে হয় আমি সেইখানে আনন্দ করি যেখানে আছি। কী বলছ? সংসারে আছ বলে তুমি কি প্রভুতে নও? এথেন্স-বাসীদের কাছে প্রেরিতদূতের কথা শোন, আবার তাঁকে শোন যখন শিষ্যচরিতে তিনি আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বর প্রভুর বিষয়ে বলেন, *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত।* যিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান, এমন কোন্ স্থানে তিনি বিদ্যমান নন? তিনি কি ঠিক এই উদ্দেশ্যেই না আমাদের চেতনা দিচ্ছিলেন, যখন এ শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, *প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না?*

এ সত্যিই মহান ব্যাপার: তিনি সকল স্বর্গের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, অথচ তাদেরই কাছে অত্যন্ত নিকটবর্তী, যারা এখনও পৃথিবীতে রয়েছে। ইনি কে, যিনি একইসময়ে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী? ইনি কি সেই তিনি নন, যিনি আপন দয়ায় আমাদের নিকটবর্তী হলেন?

সমস্ত মানবজাতি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আধমরা অবস্থায় দস্যুদের দ্বারা পথে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময়ে যাকে যাজক ও লেবীয় অবজ্ঞা করেছিল, ও যত্ন ও সহায়তা দেবার জন্য যার কাছে

সামারীয় সেই পথিকই এগিয়ে গেছিল। আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকাকালে যিনি অমর ও ধর্মময় ছিলেন, তিনি মরণশীল ও পাপী এই আমাদের কাছে নেমে এলেন যেন দূরবর্তী ছিলেন যে তিনি, এবার আমাদের নিকটবর্তী হতে পারেন।

আমাদের প্রতি তাঁর আচরণ আমাদের পাপের অনুপাতে নয়। তবে আমরা সন্তান। তবু একথা কেমন করে প্রমাণ করতে পারি? যিনি একক, তিনি একাকী না হয়ে থাকবার জন্য আমাদের জন্য মরলেন। যিনি একাকী মরলেন, তিনি একাকী থাকতে চাইলেন না। বাস্তবিকই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বহুজনকে ঈশ্বরসন্তান করলেন। আপন রক্তের মধ্য দিয়ে নিজের জন্য ভাইদের কিনলেন, অধার্মিক বলে পরিগণিত হয়ে তাদের ধার্মিক করলেন, নিজে বিক্রীত হয়ে তাদের মুক্তিমূল্য দিলেন, নিজে অপমানিত হয়ে তাদের সম্মানের পাত্র করলেন, নিজে নিহত হয়ে তাদের সঞ্জীবিত করলেন।

এজন্য ভাইবোনেরা, *প্রভুতে আনন্দ কর,* সংসারে নয়: অর্থাৎ সত্যেই আনন্দ কর, অনিষ্টে নয়; শাশ্বতকালের প্রত্যাশায় আনন্দ কর, মোহ-মায়ার পুষ্পরাজিতে নয়। এভাবেই আনন্দ কর: আর এজগতে তোমরা যেইখানে থাক না কেন ও এজগতে তোমরা যতদিন থাক না কেন, *প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না।*

শ্লোক ২ করি ১৩:১১; রো ১৫:১৩

প্ঠ ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর; পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, পরস্পরের অন্তরে সৎসাহস যোগাও, একমন হও, শান্তিতে থাক;
উ তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন (আল্লেলুইয়া)।
প্ঠ প্রত্যাশা-দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস-যাত্রায় সমস্ত আনন্দ ও শান্তি দানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন:
উ তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন (আল্লেলুইয়া)।

২৭শে মে

ক্যান্টারবেরির ধর্মপাল সাধু আগস্তিন

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির পত্রাবলি **৯ম পুস্তক ৩৬**

ইংরাজদের দেশ বিশ্বাসের আলো দ্বারা আলোকিত হয়েছে

ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি! মাটিতে পড়ে গমের দানা মরেছে, যাতে যাঁর মৃত্যু গুণে আমরা জীবিত, যাঁর দুর্বলতা গুণে আমরা সবল ও যাঁর যন্ত্রণা গুণে আমরা যন্ত্রণামুক্ত, তিনি যেন স্বর্গলোকে একাকী হয়ে রাজত্ব না করেন। তাঁরই ভালবাসার খাতিরে আমরা ব্রিটেনে অচেনা ভাইদের সন্ধান করে বেড়াই, ও তাঁরই দান গুণে তাদেরই সন্ধান পেয়েছি যাদের না চিনে সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলে ও তোমার ভ্রাতৃসুলভ পরিশ্রমের ফলেও, হে ভাই, ইংরাজদের দেশ যে ভুলভ্রান্তির অন্ধকার দূর করে দিয়েছে ও পবিত্র বিশ্বাসের আলো দ্বারা আলোকিত হয়েছে, এর জন্য কত আনন্দ সকল বিশ্বাসীর হৃদয়ে আগমন করেছে একথা কেবা বর্ণনা করতে পারবে?

আত্মায় নবায়িত হয়ে সেই দেশ এখন সেই সমস্ত প্রতিমা পদদলিত করে যার অধীনে আগে অস্বস্তিকর ভয়ে অধীনস্থ ছিল, এবং শুদ্ধ হৃদয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চরণে প্রণিপাত করে; পবিত্র বাণীপ্রচারের নিয়ম দ্বারা সেই দেশ এখন অমঙ্গলে পতন থেকে রক্ষা পায়, ঈশ্বরের আদেশের বশ্যতা অন্তরে স্বীকার করে ও ঈশ্বরজ্ঞানে উন্নীত হয়, এবং প্রার্থনায় ভূমিষ্ঠ হয়ে নিজেকে নমিত করে পাছে প্রাণে ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকে। এ কারই কাজ, যদি না তাঁরই যিনি বলেন, *আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন, আর আমিও কাজে রত আছি?*

আর একথা দেখাবার জন্য যে, মানুষের প্রজ্ঞা দ্বারা নয়, তাঁর নিজের পরাক্রম দ্বারাই জগতের ধর্মান্তর ঘটে, সেজন্য তিনি আপন প্রচারক হিসাবে যাদের জগতে প্রেরণ করেছিলেন, নিরক্ষর মানুষদের মধ্য থেকেই তাদের

বেছে নিয়েছিলেন; আর এবারও তিনি একইভাবে ব্যবহার করলেন, কেননা ইংরাজ জাতির মধ্যে দুর্বল মানুষদের দ্বারাই পরাক্রম সাধন করতে প্রসন্ন হলেন। তবু, হে প্রিয়তম ভাই, ঠিক এই স্বর্গীয় দানের জন্যই মহা আনন্দের সঙ্গে ভীষণ ভয়েও অভিভূত হওয়া উচিত।

প্রিয়তম, আমি তো ভাল করেই জানি যে, এই যে জাতিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজের জন্য বেছে নিতে ইচ্ছা করলেন, তোমারই মধ্য দিয়ে তাদের মাঝে মহা মহা অলৌকিক কাজ সাধন করেন। এজন্য প্রয়োজন রয়েছে, স্বর্গের এ দানের জন্য তুমি ভয় করতে করতে আনন্দ করবে ও আনন্দ করতে করতে ভয় করবে। হ্যাঁ, তোমাকে আনন্দ করতে হয়, কারণ বাহ্যিক অলৌকিক কাজ দ্বারা ইংরাজদের আত্মা আন্তরিক অনুগ্রহের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে; আবার তোমাকে ভয় করতে হয়, যেন যে যে আশ্চর্য কাজ ঘটছে সেগুলোর মধ্যে দুর্বল প্রাণ আত্মগর্বে গর্বোদ্ধত না হয়; এবং বাইরে থেকে সম্মানে উত্তোলিত হতে হতে সে যেন অন্তরে অসার আত্মগর্বে পতিত না হয়।

কেননা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে, প্রচারকর্ম থেকে আনন্দের সঙ্গে ফিরে এসে শিষ্যেরা যখন স্বর্গীয় গুরুকে বলছিলেন, প্রভু, *আপনার নামে অপদূতেরাও আমাদের বশীভূত হয়,* তখন সঙ্গে সঙ্গে এ উত্তর পেলেন: *অপদূতেরা যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।*

শ্লোক ফিলি ৩:১৭; ৪:৯; ১ করি ১:১০

প্ তোমরা আমার অনুকারী হও: আমার কাছে যা কিছু শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেই সবই কর;
উ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন (আল্লেলুইয়া)।
প্ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামের দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা সকলে একই কথা বল।
উ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন (আল্লেলুইয়া)।

৩১শে মে

শুভ সাক্ষাৎ

পর্ব

প্রথম পাঠ - পরম গীত ২:৮-১৪; ৮:৬-৭

প্রেমিকের শুভাগমন

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন;
গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,
জানালার মধ্য দিয়ে উকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।
আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন;
আমাকে বলছেন:
'ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,
আনন্দগানের সময় এসেছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।

ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।
তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,
আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।
তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর,
সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর;
কেননা প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান;
উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর,
তার শিখা আগুনের শিখা,
তা ঐশাগ্নির ঝলক!
বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না,
নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে;
প্রেমের বিনিময়ে কেউ যদিও নিজের বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য দিত,
তবু অবজ্ঞা ছাড়া সে কিছুই পেত না।'

শ্লোক লুক ১:৪১-৪৪

℟ এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

℣ আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? (আল্লেলুইয়া)।

℟ দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

℣ আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? (আল্লেলুইয়া)।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা ১২:১২-১৫

সুখী সেই ব্যক্তি, যার দরজায় প্রভু করাঘাত করেন

স্বর্গেই তো আমাদের মাতৃভূমি! তারাই স্বর্গ, যাদের অন্তরে রয়েছে বিশ্বাস, গাম্ভীর্য, শুদ্ধতা, ধর্মশিক্ষা ও স্বর্গীয় আচরণ। কেননা সে-ই 'মাটি' বলে অভিহিত হয়েছিল, পাপের দরুন স্বর্গীয় অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়ে ও পার্থিব রিপুতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে নিজের অবাধ্যতার জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এর বৈষম্যে যে কেউ পুণ্যাচরণ বজায় রেখে স্বর্গীয় জীবন ধারণ করে, মিতাচারী শুচিতা দ্বারা নিজ দেহ সংযম করে, কোমল শান্তি দ্বারা নিজ অন্তর প্রশমিত করে, ও উদার করুণা দেখিয়ে গরিবদের কাছে নিজ অর্থ বিলি করে দেয়, সে-ই 'স্বর্গ' বলে অভিহিত। সুতরাং, পৃথিবীতেও এমন স্বর্গ রয়েছে যেখানে স্বর্গীয় গুণাবলি থাকতে পারে। *স্বর্গই আমার সিংহাসন,* এ বচনটিও আমার মতে কেবল একটি স্থান নয়, কিন্তু ধার্মিকের মনোভাবও লক্ষ করে। সে-ই স্বর্গ, যার প্রাণের কাছে খ্রীষ্ট এসে তার দরজায় ঘা দেন; তুমি দরজা খুলে দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। আর তিনি তো একাকী নন, পিতার সঙ্গেই প্রাণে প্রবেশ করেন, যেমনটি নিজে বলেছিলেন: *আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান।*

এতে তুমি দেখতে পার, ঐশবাণী শিথিল মানুষকে নাড়া দেন ও ঘুমন্তকে জাগিয়ে তোলেন। বস্তুতপক্ষে যে কেউ এসে দরজায় আঘাত করে, সে যে ঢুকতে চায়, একথা স্পষ্ট। সে কিন্তু যে সবসময় ঢুকবে না বা সবসময়

থাকবে না, তা আমাদের উপরেই নির্ভর করে। যিনি আসছেন, তাঁর জন্য তোমার দরজা যেন সবসময় খোলা থাকে! অতএব তোমার দরজা খুলে দাও, তোমার আত্মার অন্তরতম স্থান সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত কর, তিনি যেন সরলতার ঐশ্বর্য, শান্তির সিন্দুক ও অনুগ্রহের মাধুর্য দেখতে পান। হৃদয় প্রসারিত কর, এগিয়ে যাও সেই সনাতন আলোর সূর্যের দিকে, যে আলো সকল মানুষকে আলোকিত করে। সেই আলোর উদ্ভাস সকলেরই জন্য বটে, কিন্তু যে কেউ জানালা বন্ধ রাখে, সে নিজে থেকেই সেই সনাতন জ্যোতি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে।

অতএব তুমি তোমার আত্মার দরজা বন্ধ রাখ আর খ্রীষ্ট বাইরে পড়ে থাকবেন! তাঁকে ঢুকতে দেবে না যদিও কারও তেমন সাধ্য নেই, তিনি তবু বিরক্ত করার জন্য ঢুকতে রাজি নন, যে কেউ তাঁকে চায় না, তিনি জোর করে তাঁর সম্মতি আদায় করতে পছন্দ করেন না। কুমারী থেকে জাত হয়ে তিনি তাঁর গর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করলেন সবাই যেন আলোকিত হতে পারে। যে আলোর প্রভাকে কোন রাত্রি নিবাতে পারে না, যারা সেই সনাতন প্রভার কিরণ দেখবার আকাঙ্ক্ষা করে, তারাই শুধু তাঁকে গ্রহণ করতে পারে। আসলে আমাদের দৈহিক অভিজ্ঞতার সূর্য রাতে অন্ধকারকে নিজ স্থান ছেড়ে দেয়, ধর্মময়তার সূর্যের কিন্তু অস্ত নেই, কারণ শঠতা কখনও প্রজ্ঞার স্থান দখল করতে পারবে না।

সুখী সেই মানুষ, যার দরজায় খ্রীষ্ট করাঘাত করেন! আমাদের দরজা হল বিশ্বাস; দরজা শক্ত হলে সমস্ত ঘর নিরাপদ। এ দরজা দিয়েই তো খ্রীষ্ট ঢোকেন। এজন্য পরম গীতে মণ্ডলীও বলে, *একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে।* যিনি করাঘাত করছেন, তাঁকে শোন; যিনি প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁকে শোন: *দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার; কারণ আমার মাথা ভিজে গেছে শিশিরে, আমার কেশরাশি রাত্রির জলবিন্দুতে।*

সেই সময়ের কথা ভাব যখন ঐশবাণী উত্তরোত্তর তোমার দরজায় ঘা দেন: তাঁর মাথা তো রাত্রির শিশিরে ভিজা আছে, কেননা তিনি তাদের কাছে এসে দেখা দেন যারা নিপীড়নে ও প্রলোভনে রয়েছে, যাতে দুশ্চিন্তায় পরাভূত হয়ে কেউই পতিত না হয়। তবে এসো, সতর্ক থাকি, নইলে বর এসে দরজা বন্ধ পেলে চলে যেতেও পারেন। কেননা তুমি নিদ্রাগত হলে ও তোমার হৃদয় জাগ্রত না হলে তিনি করাঘাত না করেও চলে যান। কিন্তু তোমার হৃদয় জাগ্রত হলে, করাঘাত ক'রে তিনি চান আমরা যেন দরজা খুলে দিই। সুতরাং তাঁর জন্য দরজা খুলে দাও; তিনি তো ঢুকতে চান, তাঁর কনেকে জাগ্রতই দেখতে চান।

শ্লোক পরম গীত ৫:১৬; গা ২:২০ দ্রঃ

℟ আমার প্রিয়তম তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!
℣ আহা, যেরুসালেমের কন্যারা, তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা (আল্লেলুইয়া)।
℟ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।
℣ আহা, যেরুসালেমের কন্যারা, তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা (আল্লেলুইয়া)।